بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২১ ডিসেম্বর ২০২০

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ অস্ট্রেলিয়া

"আমরা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচার করে মানুষকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ছায়াতলে এজন্য আনতে চাই যে, আমরা আমাদের সমাজের এবং দেশের মানুষদের ভালোবাসি।"

- মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১৯ ডিসেম্বর ২০২০ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করলো লাজনা ইমাইল্লাহ্ (আহমদীয়া মুসলিম নারী সংঘ) অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল মজলিস-এ-আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন, আর আমেলার সদস্যাবৃন্দ বৃহত্তর সিডনী অঞ্চলের শহরতলী এলাকা মার্সডেন পার্কে অবস্থিত বায়তুল হুদা মসজিদ কমপ্লেক্স (জাতীয় সদর দপ্তর)-এর খিলাফত হলে সমবেত হন।

এ সভায়, হুযূর আকদাস আমেলার সদস্যাগণের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বুঝিয়ে দেন এবং তাদেরকে নিজ নিজ বিভাগের কাজের উন্নতির বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদী শিশুদের অন্তরে শৈশব থেকেই ইসলামী মূল্যবোধসমূহ গেঁথে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“শিশুদেরকে পথ প্রদর্শনের বিষয়ে মাতা-পিতা এবং লাজনা ব্যবস্থাপনার একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করা উচিত। অল্প বয়স থেকেই আহমদী মেয়েদের শেখানো উচিত যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের পোশাক সব সময় সংযত ও শালীন হওয়া উচিত, আর তারা যত বড় হবে, তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র আদেশাবলীর মধ্যে একটি হল হিজাব। যদি আপনারা অল্প বয়স থেকেই আহমদী মেয়েদের শালীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে পথ প্রদর্শন করতে থাকেন, তারা যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্-তে প্রবেশ করবে, তারা হিজাবের প্রকৃত মূল্য এবং কীভাবে সমাজের বহু মন্দ ফল থেকে এটি রক্ষা করে তা অনুধাবন করবে।”

হুযূর আকদাস বলেন, এটি অত্যাবশ্যক যে, আহমদী তরুণ-তরুণী তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের মৌলিক শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যখন একজন আহমদী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, ততদিনে তার নিজ পরিচয় এবং তার ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত। তাদের জানা উচিত আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত কী এবং কেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা’লা আবির্ভূত করেছিলেন। আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে কেউ কেউ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান রাখে না; কারণ, মুসলমানদের কাছে ইতোমধ্যে পবিত্র কুরআন আছে এবং মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহও আছে আর তারা বিশ্বাস করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামুন্নবীঈন। সুতরাং, এটি আবশ্যক যে, আহমদীদের শৈশব থেকেই শেখানো হয় আল্লাহ্ তা’লা কেন মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন, এবং তাদের অবশ্যই এ বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের তরুণ প্রজন্মের সকলের অবগত হওয়া উচিত তাদের ধর্মবিশ্বাস কী, তারা কেন আহমদী, আর ধর্মের প্রতি তাদের দায়িত্বই বা কী। যদি আপনারা আপনাদের সন্তানদের মাঝে এ মূল্যবোধসমূহ গেঁথে দিতে পারেন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পরবর্তী প্রজন্মসমূহ তাদের পূর্বসূরীদের চেয়েও শক্তিশালী হবে।”

সভায়, হুযূর আকদাস একই দলের সদস্য হিসেবে সমবেতভাবে কাজ করা এবং অন্যদের প্রশিক্ষিত করার অসাধারণ গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন; যেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের উদ্দেশ্যাবলী ক্রমাগতভাবে পরিপূর্ণ হতে থাকে এবং যেন এক প্রশাসন থেকে আরেক প্রশাসনে দায়িত্ব হস্তান্তর সব সময় সচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একটি বিষয় যা আমি লাজনার ব্যবস্থাপনার সকল সদস্যের নিকট স্পষ্ট করতে চাই, সেটা এই যে, কেবল নিজে কঠোর পরিশ্রম করা প্রকৃত সফলতা বা উৎকর্ষের চিত্র উপস্থাপন করে না। অবশ্যই, ব্যক্তিগতভাবে কঠোর পরিশ্রম করা একটি ভাল গুণ এবং এর মূল্যও রয়েছে, কিন্তু যদি আপনারা একটি প্রশিক্ষিত দল গড়ে না তোলেন - আরেক সারি (কর্মী) যারা আপনাদের মেয়াদ শেষে আপনাদের অনুসরণ করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে, আপনাদের বিভাগের কাজ বিনা বাধায় অগ্রসর হতে থাকে - তার অর্থ হবে এই যে আপনারা প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই অর্জন করেন নি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যেভাবে আমি বলেছি, কেবল ব্যক্তিগতভাবেই কঠোর পরিশ্রম করা উদ্দেশ্য নয়, বরং আপনার উদ্দেশ্য এমন একটি চমৎকার দল প্রস্তুত করা যেন যখন আপনার মেয়াদ শেষ হবে, অন্যরা আপনার বিভাগ বা দপ্তরের দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আপনার বয়স যাই হোক না কেন, তরুণ বা প্রবীণ, আপনাদের অবশ্যই অন্যদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে এবং কাজের এই ধারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল স্তরের সকল কর্মকর্তার মাঝে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"

সভা চলাকালীন হুযূর আকদাস তবলীগ (প্রচার)-এর গুরুত্ব সম্পর্কেও কথা বলেন এবং আহমদীরা ইসলামের শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার যে প্রয়াস গ্রহণ করছেন তার অন্তর্নিহিত ও প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তবলীগের ক্ষেত্রে আপনাদের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, অন্যদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় দীক্ষিত করার আমাদের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সংখ্যা বৃদ্ধি বা আকর্ষণীয় রিপোর্ট প্রস্তুত করা নয়। বরং, আমরা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রচার করে মানুষকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ছায়াতলে এজন্য আনতে চাই যে, আমরা আমাদের সমাজের এবং আমাদের দেশের মানুষদের ভালোবাসি। এ ভালোবাসা দাবি করে যে, আমরা তাদের নিকট ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দিই, আর এটি আমাদের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা যে, তাদেরকে খোদা তা'লার আরো নিকটবর্তী করি। উপরন্তু, কেবল এ বাণী অন্যের নিকট পৌঁছে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংশোধন করে নিজেদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং সর্বদা খোদা তা'লার সাথে আমাদের নিজেদের বন্ধন শক্তিশালী করতে সচেষ্ট থাকা উচিত।"

সভার শেষাংশে, হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অনুষ্ঠানাদি ও সভাসমূহে আরো বেশি অংশগ্রহণ কীভাবে উৎসাহিত করা যায়।

উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পদাধিকারী হিসেবে কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা চেষ্টা করার পরিবর্তে আপনাদেরেই অগ্রসর হয়ে অশেষ ভালোবাসা ও মমতার সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সকল সদস্যার নিকট পৌঁছা উচিত। আপনারা তাদের বোনের মত হয়ে যান, তাদের মায়ের মত হয়ে যান, তাদের বন্ধুর মত হয়ে যান এবং কখনো হাল ছাড়বেন না। উপরন্তু, এমন বিষয়বস্তু ও অনুষ্ঠানাদি বেছে নিন যেগুলো আকর্ষণীয় আর যারা পিছপা তাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনারা তাদেরকে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন আর তখন আপনারা ইনশাআল্লাহ দেখবেন যে, তারা আপনাদের অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত হবেন।"